

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

www.bfiu.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ৩২

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল পরিশোধ সেবাদানকারী (Payment Service Provider-PSP)/ পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (Payment System Operator-PSO) প্রতিষ্ঠান

মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা (২) (ব) (উ) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা (২) (২০) (উ) এর বিধান মোতাবেক পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে উক্ত আইন ও এর আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনের নিমিত্ত পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারি করা হলো :

১। পরিপালন কাঠামো :

১.১ মানিলভারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা:

(ক) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, দেশে বিদ্যমান এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং উক্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানসমূহ সময়ে সময়ে নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন করবে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) উক্ত নীতিমালায় PSP ও PSO ব্যবসায় মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি, ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল; গ্রাহকের হিসাব খোলা ও পরিচালনা; লেনদেন মনিটরিং ও বিএফআইইউ এ রিপোর্ট প্রদান; অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; স্থানীয় ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের বাস্তবায়ন; এবং নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১.২ মানিলভারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অঙ্গীকার ঘোষণা:

(ক) প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপর্যুক্ত আইন, বিধিমালা ও আলোচ্য সার্কুলারে বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(খ) প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন। উক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

১.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management):

(১) পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) খাতসমূহকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সার্কুলার ও গাইডলাইন-এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনার্থে-

(ক) প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানে একটি “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সেল” (Compliance Cell) থাকবে। একজন ‘উর্ধ্বতন কর্মকর্তা’র নেতৃত্বে (যিনি Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer সংক্ষেপে CAMLCO নামে অভিহিত হবেন) উক্ত পরিপালন সেল পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে ‘উর্ধ্বতন কর্মকর্তা’র পদমর্যাদা পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর ২ (দুই) ধাপের নীচে হবে না। পরিপালন সেল মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে PSP/PSO প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করবে ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(খ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সেল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বছরে অন্তত ৪(চার)টি সভা করবে। তবে প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন সংখ্যক সভা আহবান করতে পারবে। উক্ত সভায় প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারি করবে; যাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক পরিচিতি গ্রহণ, লেনদেন পরিবীক্ষণ, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য পরিপালনীয় নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও পরিপালন সেলের সদস্যদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলি ও এতদ্বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

২। গ্রাহক বা মার্চেন্ট নির্বাচন নীতিমালা:

প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট গ্রাহক বা মার্চেন্ট নির্বাচন নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(ক) বেনামে বা ছদ্মনামে কোনো গ্রাহক বা মার্চেন্ট কে সেবা প্রদান করা যাবে না; এবং

(খ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার ও অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তাকে কোনো সেবা প্রদান করা যাবে না।

৩। গ্রাহক ও মার্চেন্ট পরিচিতি :

(ক) প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গ্রাহক ও মার্চেন্ট পরিচিতি নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত তথ্য এবং তা যাচাই প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেঃ

(১) পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP):

(ক) সকল গ্রাহক এর পরিচিতি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ^১ ও সঠিক^২ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিশোধ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। গ্রাহক এর যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে জারীকৃত KYC সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে;

(খ) গ্রাহকের সঠিক পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাই প্রক্রিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে। এছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সুবিধাজনক বিবেচনায়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Electronic Know Your Customer (e-KYC) এ বর্ণিত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে হার্ড কপি হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার করা যাবে;

(গ) যদি গ্রাহক এর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে; এবং

(ঘ) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহক এর পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(২) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO):

(ক) সকল মার্চেন্ট এর পরিচিতি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে মার্চেন্ট কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মার্চেন্ট এর যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে;

(খ) হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(গ) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক মার্চেন্টের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) সার্কুলার জারির তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এ সার্কুলারের নির্দেশনার আলোকে PSP ও PSO সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সকল গ্রাহক বা মার্চেন্ট এর পরিচিতি সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা যাচাই করবে এবং এ বিষয়ে কোনো ঘাটতি থাকলে তা নিরসণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪। গ্রাহক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence-CDD):

(১) CDD বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি/পরিচিতির তথ্য সংগ্রহ এবং উহা যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(২) গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে-

^১ পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বলতে হিসাবের আবেদনকারী বা হিসাবধারী গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে।

^২ সঠিক বলতে পূর্ণাঙ্গ এই রূপ তথ্য বুঝাবে যার সঠিকতা নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ উৎস হতে যাচাই করা হয়েছে।

- (ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;
- (খ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;
- (গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ইতোপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির স্বপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং
- ঘ) কোনো লেনদেন মানিলভারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত মর্মে সন্দেহ হলে।

(৩) কোনো লেনদেন মানিলভারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত মর্মে সন্দেহে CDD সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস (Tipping-Off) হবার সম্ভাবনা থাকলে CDD সম্পাদন না করেই এ সার্কুলারের ৮(গ) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম বিএফআইইউ তে রিপোর্ট করতে হবে;

(৪) CDD সম্পাদনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ বা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে উক্তরূপ গ্রাহককে সেবা প্রদান না করা বা প্রয়োজনে বিদ্যমান সেবা বন্ধ করা, ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে বিএফআইইউ বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার বিষয়টি বিবেচনা করবে;

(৫) যেসব দেশ মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন : ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের Jurisdictions under Increased Monitoring এবং High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার (আইনগত প্রতিনিধি, PSP/PSO, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠান) সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা এবং লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে অধিকতর সতর্কতামূলক (Enhanced Due Diligence) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- (ক) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ;
- (খ) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, লেনদেনকৃত অর্থ বা সম্পদের উৎস নিশ্চিত হওয়ায় জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (গ) হিসাবের লেনদেন নিবিড়ভাবে পরীক্ষণ; এবং
- (ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ।

(৬) প্রতিটি হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্ত করতে হবে। PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধি সাপেক্ষে নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচ্য হবে:

- (ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (খ) আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে মর্মে প্রতীয়মান হয় তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে যিনি/যাদের উক্ত কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানার স্বার্থ (Controlling /ownership interest) রয়েছে, তিনি/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (ঘ) উপর্যুক্ত (খ) ও (গ) দফার নির্দেশনা পূরণকালে কোনো ব্যক্তি (Natural Person) চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদে আসীন সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তকরণপূর্বক তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং
- (ঙ) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্ধারণ ও তদ্ব্যপেক্ষে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Beneficial Ownership এ বর্ণিত বিষয়াবলী অনুসরণ করা যাবে।

(৭) PSP/PSO সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিম্ন ঝুঁকির গ্রাহকের CDD সংক্রান্ত তথ্যাদি ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর পর্যালোচনাপূর্বক হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় (New Service or Technology):

ক. পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোনো সেবা প্রচলন বা প্রচলিত সেবা উন্নয়নের পূর্বেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে, ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ সেবা হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোনো Features সংযোজন বা প্রচলিত Features এর উন্নয়নের পূর্বেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে, ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ Features সংযোজনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬। ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যবস্থা (Risk Based Approach) অনুসরণ:

(ক) PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহক, পণ্য/সেবা, তৃতীয় পক্ষ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ করবে এবং সময়ে সময়ে উক্ত ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) প্রতিটি PSP ও PSO প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের হিসাব খোলা ও এ সংক্রান্ত লেনদেন পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে Risk Based Approach অনুসরণ করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত e-KYC Guidelines এর Annexure A5 অনুসারে গ্রাহক/মার্চেন্ট এর ঝুঁকি নিরূপণ করবে। গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত বিশ্লেষণ বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং Transaction পরিবীক্ষণ ইত্যাদিসহ অপরাপর বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সময়ে সময়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন হিসেবে শ্রেণিকরণ করবে এবং সমন্বয় করবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে নিয়মিত তদারকি করবে এবং সংশ্লিষ্ট তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(গ) প্রতিটি PSP ও PSO প্রতিষ্ঠান তাদের নিম্ন ঝুঁকির গ্রাহক/মার্চেন্টের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহক/মার্চেন্টের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর পরিচিতিমূলক তথ্য (KYC) হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোনো পরিবর্তন অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোনো সময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নিরূপণ করবে।

৭। লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring):

লেনদেন পরিবীক্ষণ সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহক/মার্চেন্ট এর লেনদেনসমূহ পরিবীক্ষণ করতে হবে। লেনদেন পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে :

(ক) সকল গ্রাহক বা মার্চেন্ট এর লেনদেন নিয়মিত পরিবীক্ষণ;

(খ) PSP ও PSO সার্ভিস এর অপব্যবহার সংক্রান্ত লেনদেন সনাক্তকরণের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং সময়ে সময়ে সনাক্তকৃত বিষয়াবলীর সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত টাইপোলজি ও কেস স্টাডি সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবগতির ব্যবস্থাকরণ;

(গ) সকল জটিল, অস্বাভাবিক ও আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে পরিবীক্ষণ;

(ঘ) PSP ও PSO সার্ভিস কার্যক্রমের অপব্যবহার সংক্রান্ত লেনদেন সনাক্তকরণ বা উদ্ঘাটনের নিমিত্ত বিশেষ লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ এবং Cyber Intrusion প্রতিহত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) লেনদেন প্রকৃত হিসাবধারী কর্তৃক সংঘটিত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতির প্রবর্তন ও পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ; এবং

(চ) লেনদেন পরিবীক্ষণ এর জন্য PSP ও PSO সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Automated ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৮। সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (Suspicious Transaction/Activity Report-STR/SAR):

(ক) মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন;

(খ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন;

(গ) যে কোনো পর্যায়ে সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হলে, সংশ্লিষ্ট প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে অবিলম্বে goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে goAML web ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বা কার্যক্রম দাখিল করবেন;

(ঘ) মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কিত কোনো সংবাদ গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বা কার্যক্রম দাখিল করবে;

(ঙ) সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম শনাক্ত ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance on Reporting Suspicious Transaction Report for The Reporting Organization এর নির্দেশনা অনুসরণ করবে;

(ছ) সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্টকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিষয়টির গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে বিবেচিত হবে; এবং

(জ) PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, রিপোর্টকরণে উদ্বুদ্ধকরণ ও রিপোর্টিং কার্যক্রম সহজীকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করবে।

৯। আন্তর্গদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার^৩

(ক) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যান্য ১,০০০(এক হাজার) বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের অপরাপর বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্গদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে PSP প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনকারী/হিসাবধারীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ

^৩ আন্তর্গদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer) বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারি ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তর্গদেশীয় ওয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

এবং উক্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়েরি/বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। উক্ত তথ্যের মধ্যে আবেদনকারীর হিসাব নম্বর বা লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে বেনিফিশিয়ারির হিসাব নম্বর বা লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সূত্র নম্বর (Unique Transaction Reference Number) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে পরবর্তীতে লেনদেনটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়;

(খ) অর্ডারিং PSP প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্গতীয় ওয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী/হিসাবধারীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করবে। এছাড়া অর্ডারিং প্রতিষ্ঠানকে বেনিফিশিয়ারির অর্থবহ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ সব তথ্য ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তা অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

(গ) এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, এ ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন ও বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করবে।

১০। স্বনির্ধারণী মূল্যায়ন কার্যক্রম:

(ক) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নির্ধারিত চেকলিস্ট এর উপর ভিত্তি করে বার্ষিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে;

(খ) উক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকালীন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সেল-কে অবহিত করবে;

(গ) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সভা করবে। উক্ত সভায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করবে, চিহ্নিত সমস্যা বিভাগীয় পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর হলে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশসমূহ লিপিবদ্ধ করবে। পরবর্তী মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবে;

(ঘ) জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন, এ বিষয়ে গৃহীত/গ্রহণীয় কার্যক্রম ও সুপারিশ মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সেল বরাবর প্রেরণ করবে;

(ঙ) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সেল প্রাপ্ত স্বনির্ধারণী প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে পরিপালন সেল কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনবে এবং পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি কপি বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করবে।

১১। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction):

পরিশোধ সেবাদানকারী (PSP) ও পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (PSO) প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(ক) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে; প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারি করতে হবে; সময় সময় তা পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত

কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী এ সার্কুলারের ২(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপালন করতে হবে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করতে হবে; এবং

(ঘ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজলুশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার নামে হিসাব রয়েছে কিনা বা কোনো লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটর করতে হবে ও False Positive⁴ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং এ সংক্রান্ত কোনো লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করতে হবে।

১২। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

১২.১ নিয়োগ:

মানিলভারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করবে।

১২.২ প্রশিক্ষণ:

মানিলভারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে :

(ক) সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মানিলভারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বলতে বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক মৌলিক ও তাদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি প্রতিরোধ বিষয়ক এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর Refresher Training কে বুঝাবে; এবং

(খ) প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং/অথবা পেশাগত সনদ অর্জনের ব্যবস্থা করবে।

১২.৩ শিক্ষণ-গ্রাহক:

মানিলভারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে :

(ক) সময় সময় এ বিষয়ক লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করণ;

(খ) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করণ; এবং

⁴ False positive means a situation whereby a freeze action is taken on the basis of available information and upon further inquiry and receipt of additional clarifying information, such freeze action is determined not to be the correct course of action. An example is a freeze action taken on the basis of mistaken identity (Source: Guidance Notes for Prevention of Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction).

(গ) PSP ও PSO সার্ভিস কার্যক্রমের অপব্যবহার রোধে সচেতনতামূলক অথবা ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহকগণকে ক্ষুদ্র বার্তা প্রেরণ অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত পদ্ধতির প্রবর্তন।

১৩। রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ:

(১) PSP ও PSO প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি হিসাব বন্ধ হবার পর অনূন্য ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে :

(ক) KYC ও CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে অথবা হালনাগাদকালে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং কোনো গ্রাহক বা মার্চেন্ট এর বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রণীত হলে বা কোনো গ্রাহক বা মার্চেন্ট এর যে কোনো ধরনের হিসাব বা লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি; এবং

(খ) লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বা দলিলাদি এবং লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তার তথ্যাদি।

(২) প্রশিক্ষণ, সভা, নিরীক্ষা/পরিদর্শন বা বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি অনূন্য ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এবং সংরক্ষিত সকল তথ্যাদি ও দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

১৪। অন্যান্য:

(১) এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, এ ইউনিট কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে; এবং

(৩) এ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত



(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)

পরিচালক (বিএফআইইউ)

ফোনঃ ৯৫৩০১৭০

প্রতিলিপি নং-বিএফআইইউ(পলিসি)-০৩/২০২৬- ১৪৮৭-১৪৯৩

তারিখ : উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. চিফ ইকোনমিস্ট/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/ সদরঘাট, ঢাকা।
৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, মিরপুর-২, ঢাকা।
৬. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর-২, ঢাকা।



(মোঃ জয়নুল আবেদীন)

যুগ্মপরিচালক

ফোনঃ ২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৩১৪